اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এক নজরে

নামাযের সময়সূচী সহ

হজ্ব ও ওমরা

ওমরার নিয়্যত

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْعُمْرَةَ ط فَیَسِّرْهَا لِیْ
وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ ط وَاَعِنِّیْ عَلَیْهَا وَبَارِکْ لِیْ فِیْهَا
نَوَیْتُ الْعُمْرَةَ وَ اَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰی

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ করার ইচছা করেছি। আমার জন্য তা সহজ করে দাও, আর আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর, আর তা পালন করতে আমাকে সাহায্য কর, আর তাকে (ওমরাকে) আমার জন্য বরকতময় করে দাও। আমি ওমরা পালন করার নিয়্যত করছি, আর আল্লাহ তাআলার জন্য তার ইহরাম বেঁধেছি।

নখ, বগল এবং নাভীর নিচের লোমগুলো পরিষ্কার গোসলের পর ইসলামী ভাইয়েরা ইহরাম বাঁধবেন। ইসলামী বোনেরা নিয়মানুযায়ী পোষাক পরিধান করে থাকবে। আতর লাগাবেন। মাকরূহ সময় না হলে ইহরামের দুই রাকাত নফল নামায আদায় করুন। ইসলামী ভাইয়েরা মাথা খোলা রাখবেন। ইসলামী বোনেরাও মুখের উপর কাপড় রাখবেন না। ওমরার নিয়্যত করে নিন, অতঃপর তিন বার লাব্বাইকা পড়ুন:

لَبَّیْکَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ ط لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ
لَکَ لَبَّیْکَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ
وَالْمُلْکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ ط

অনুবাদ: আমি হাজির হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি হাজির হয়েছি। হ্যাঁ, আমি হাজির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা এবং নেয়ামত সমুহ তোমারই, আর তোমার জন্য সকল ক্ষমতা। তোমার কোন অংশীদার নেই।

তাওয়াফ এর নিয়্যত

ইসলামী ভাইয়েরা ডান কাধ খোলা রাখবে এবং কা'বার দিকে রুকনে ইয়ামানীর পাশে হাজরে আসওয়াদের পাশে এভাবে দাড়াবে যেন, সম্পূর্ণ হাজরে আসওয়াদ ডান হাতের দিকে থাকে। এখন তাওয়াফের এভাবে নিয়্যত

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ طَوَافَ بَیْتِکَ الْحَرَامِ
فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানীত ঘরের তাওয়াফ করার ইচ্ছা করছি। তুমি এটাকে আমার জন্য সহজ করে দাও। আর আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

এখন কা'বার দিকে মুখ করে নিজের ডান দিকে সামান্য সরে গিয়ে হাজরে আসওয়াদের ঠিক সামনে এসে দুই হাতকে এভাবে কান পর্যন্ত উঠাবেন যেন হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকে এবং পড়ুন:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

অনুবাদ: আল্লাহ নামে আরম্ভ আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আর আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

এবং হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম করুন অতঃপর সাথে সাথে এভাবে ফিরে যাবেন যেন কা'বা শরীফ আপনার বাম হাতের দিকে থাকে। ইসলামী ভাইয়েরা প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ছোট ছোট কদমে কাধ হেলাতে হেলাতে চলুন। রুকনে আসওয়াদে এক চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর আগের মত ইসতিলাম করুন। এখন নিয়্যত করা জরুরী নয়। তিন চক্করের পরে ইসলামী ভাইয়েরা মধ্যমভাবে তাওয়াফ করবে। সাত

চক্কর সম্পন্ন করার পর অষ্টম বার ইসতিলাম করুন। এখন ডান কাধ ঢেকে নিন, প্রত্যেক তাওয়াফে চক্কর সাত এবং ইসতিলাম ৮ বার হবে। এখন যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়, তো এখন নতুবা পরে মসজিদুল হারামে দুই রাকাআত নামায ওয়াজিবুত তাওয়াফ আদায় করুন, অতঃপর মুলতাযিমে দোআ করুন। এরপর ক্বিবলাকে সামনে রেখে জমজম শরীফ পান করুন।

সাঈ

প্রথমবারের মত নবম বার ইসতিলাম করুন। ছাফা শরীফের মারবেল পাথর দেওয়া অংশের উপর সামান্য উঠুন, যাতে কা'বা শরীফ দেখা যায়। ক্বিবলা মুখী হয়ে দাড়িয়ে দোআ করার মত হাত তুলে দোআ করুন। অতঃপর সাঈর নিয়্যত করুন, এটা মুস্তাহাব। নিয়্যত ছাড়াও সাঈ শুদ্ধ হবে। সবুজ সংকেতের মধ্যখানে ইসলামী ভাই দৌড়ে মারওয়া এসে এক চক্কর পূর্ণ হল। চেকপোস্টের নিচে ক্বিবলা মুখি দাড়িয়ে পূর্বের ন্যায় দোআ করুন। নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। এইভাবে হাটতে দৌড়াতে সাত চক্কর মারওয়া উপর শেষ হবে। নতুন সাঈর পরিবর্তে নিচের জায়গায় সাঈ করুন। এখন মাথা মুন্ডন বা চুল কাটান। চুল কাটার সময় মাথার এক চতুর্থাংশের মধ্যে থেকে প্রত্যেক চুল আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমপরিমাণ কাটা জরুরী।কাঁচি দ্বারা মাথার দুই তিন জায়গা থেকে কিছু চুল কেটে নিলে ইহরাম এর নিয়মনীতি সম্পন্ন হবেনা। ইসলামী বোনেরা শুধুমাত্র তাকসীর করুন। ওমরা সম্পন্ন হল।তামাত্তু হজ্ব কারী মাথা মুন্ডনো বা চুল কাটার পরে ইহরাম থেকে অবসর হয়ে গেছে। কিন্তু হজ্বে ইফরাদ ও কিরান পালণকারী মাথা মুন্ডানো, তাকসীর এখন করবে না। তাদেরকে এই ইহরামে হজ্ব আদায় করতে হবে। ইফরাদ হজ্ব পালণকারীর জন্য এই তাওয়াফ তাওযাফে কুদুম হয়েছে। কিরান হজ্ব পালণকারী এরপর তাওয়াফে কুদুমের নিয়্যতে আরেকবার তাওয়াফ ও সাঈ করবে।

হজ্বের নিয়্যত

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ ط وَاَعِنِّیْ عَلَیْهِ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَبَارِکْ لِیْ فِیْهِ ط نَوَیْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهٖ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি হজ্ব করার ইচ্ছা করেছি। তা আমার জন্য সহজ করে দাও। এটা আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন, আর এতে আমাকে সাহায্য করুন এবং উহাকে আমার জন্য বরকতময় করুন। আমি হজ্বের নিয়্যত করেছি এবং আল্লাহ তাআলার জন্য এর ইহরাম পরিধান করেছি।

হজ্বের প্রথম দিন

৮ই জিলহজ্জ ইহরাম পরিধান করে হজ্বের নিয়্যত করুন ও লাব্বাইকা পড়ুন। এখন হজ্বে তামাত্তুকারী চাইলে একটি নফল তাওয়াফে হজ্বের রমল ও সাঈ থেকে অবসর হতে পারেন। অন্যথায় তাওয়াফে জেয়ারতে হজ্বের রমল ও সাঈ করে নিন, আর এর মধ্যে সহজতর রয়েছে। মিনা শরীফে রওয়ানা, ৮ তারিখ নামাযে যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায মিনাতে আদায় করা

হজ্বের দ্বিতীয় দিন

জিলহজ্জের ৯ তারিখ আরাফাতের দিকে রওয়ানা, দুপুরের পর আরাফায় অবস্থান। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়া ব্যতিত মুযদালিফার দিকে রওয়ানা, মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামায মিলিয়ে আদায় করা। রমীর জন্য ৪৯টি কংকর থেকে কিছু বেশী সংখ্যক কংকর একত্রিত করুন। ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় অবস্থান, ফজরের নামাযের পর মীনা শরীফের দিকে রওয়ানা।

হজ্বের তৃতীয় দিন

১০ই জিলহজ্জ সূর্য উদয়ের পর শুধুমাত্র বড় শয়তানকে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন। এরপর কোরবানী করুন। (কখনো টোকেন ক্রয় করবেন না) অতঃপর মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটানো তারপর তাওয়াফে জেয়ারত।

হজ্বের চতুর্থ দিন

১১ই জিলহজ্জ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর প্রথমে ছোট শয়তান এরপর মাঝারি শয়তান তারপর বড় শয়তানকে রমী করা, রাতে মীনা শরীফে অবস্থান করা।

হজ্বের পঞ্চম দিন

১২ই জিলহজ্জ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ১১ তারিখের ন্যায় তিন শয়তানের উপর রমী করা, যদি ১৩ তারিখ রমী না করে তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মীনা শরীফের সিমানা থেকে বের হয়ে যান। ইসলামী বোনদেরকেও তিন দিন নিজের হাতে রমী করা ওয়াজিব, আর ওয়াজিব ছেড়ে দিলে দম ওয়াজিব হবে। যদি কেউ এখনো তাওয়াফে জেয়ারত না করে থাকে, তাহলে ১২ তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূবেই করে নিন।

এই কার্ড যথেষ্ট নয় আরো বিস্তারিত জানার জন্য **"রফিকুল হারামাঈন"** কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।

এই কার্ডের মাধ্যমে হজ্বের নিয়ম কানুন আদায় করুন

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রওজা শরীফে হাজেরী

মসজিদে নববী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা মোবারকে দাড়িয়ে অনুমতির নিয়্যতে আরজ করুন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ

সোনালী জালির সামনা সামনি বড় ছিদ্র এবং দুইটি ছোট ছিদ্রের মধ্যখানে দরজা মোবারকের পূর্বদিকে লাগানো রূপার পেরেকের সোজা কমপক্ষে দুই গজ দূরে নামাযের মত হাত বেঁধে ছরকার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মধ্যমস্বরে এইভাবে সালাত ও সালাম আরজ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَ اُمَّتِكَ اَجْمَعِيْنَ ط

হে নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত (বর্ষিত হোক)। হে আল্লাহ তাআলার রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহ তাআলার সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে উত্তম, আপনার উপর সালাম। হে গুনাহগারদের সুপারিশকারী আপনার উপর, আপনার আহলে বাইত ও সাহাবাদের উপর এবং আপনার সকল উম্মতের উপর সালাম।

দোআ করার জন্য জালি মোবারকের দিকে পিঠ করবেন না